জীবন যখন যেখানে যেমন

আফসানা কিশোয়ার

জীবন যখন যেখানে যেমন

জীবন যখন যেখানে যেমন

আফসানা কিশোয়ার

appl

একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি

জীবন যখন যেখানে যেমন

আফসানা কিশোয়ার

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

© লেখিকা

প্রকাশক
একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি
এ্যাপার্টমেন্ট # ডি-২, বাড়ি # ৭০/১, রোড- ৬/এ
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : (+৮৮-০২) ৫৮১৫৬২৬৫, মোবাইল : (+৮৮) ০১৮৫৭৮০০৫১৩
ফ্যাক্স : ৮৮ ০২ ৮১১৭২৭৭, ই-মেইল : applbooks@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.applbooks.com

প্রচ্ছদ : আবু হাসান

অঙ্গসজ্জা : সাইফুল ইসলাম

মুদ্রক : কনসেপ্ট কমিউনিকেশন্স, ৫২/১, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
creative.concept.bd@gmail.com
info@conceptdream.com

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৮০৪৫-২৪-৪

মূল্য : ১৩০ টাকা

উ|ৎ|স|র্গ

পরিবার এবং জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লড়াই-এ
আমার যেসব বন্ধু নিঃশর্তভাবে পাশে এসে
দাঁড়িয়েছে তাদের

ভূমিকা

সত্য বলার এক দুর্বিনীত অভ্যাস ছিল এককালে।

এখন বলি না। মনের ভেতর ঘুরপাক খাওয়া অনেক না বলা কথা পরিবেশ পরিস্থিতি পেশা ইত্যাদি কারণে অপ্রকাশিতই থেকে যায়। ভাবনাগুলো বৃহৎ পরিসরে বলার পথ যেখানে রুদ্ধ, সেখানেই কবিতার শুরু।

কাছের দূরের অনেকেই বলে "আর গল্প লেখেন না?" উত্তরে হালকা হাসি ছাড়া দেবার কিছু নেই। লেখার কারণে কি কোন ছাড় পাবার কোন উপায় আছে! লেখা হলো শখ, সব করে যদি তুমি মেয়ে পারো তবে লেখো। তোমাকে কেউ নৈঃশব্দের রুম দেবে না, তোমার জন্য কেউ সমুদ্রের জলে পূর্ণিমা দেখার সুযোগ করে দেবে না, বলবে না আজকে অমুক কাজ থেকে অব্যাহতি, তুমি আজকে এ দিনটা লেখার কাজে ব্যয় করো। যেহেতু কারও কাছে প্রত্যাশা নেই তাই অভিযোগও নেই।

কবিতা লিখি কারণ শব্দেরা নিজে এসে ধরা দেয়। জীবন যাপনের সঙ্গতি-অসঙ্গতি, ভালো লাগা মন্দ লাগা কাউকে বিরক্ত না করে নিরিবিলি প্রকাশ করা যায়।

আমার প্রয়াত আম্মু, কবিতা নিয়ে একটা কথা বলতেন, যখন আমি বলতাম আম্মু কবিতা মানুষ পড়তে চায় না, বই বিক্রি হয় না, মানুষ "ও আপনি তো আবার কবি" বলে হাসাহাসি করে - কবিতা বিদ্রোহ ও প্রেম সবক্ষেত্রে আছে, কবিতা থেকে গান হয় সুর হয়, জীবনানন্দের কবিতা পড়লে যেভাবে একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেভাবে কিন্তু একটা গল্প বা উপন্যাস এত অল্প জায়গায় সে চিত্র তৈরী করতে পারে না। তাই যখনই কবিতার বই প্রকাশ করতে যাই, তখন সব দ্বিধা সরিয়ে মায়ের বলা এই বাক্যগুলো নিজেকে মনে করিয়ে দেই। এই অনুপ্রেরণা আমার কাছে সব সময় সঞ্চিত থাকে।

আমার প্রচ্ছদশিল্পী আবু হাসান ছাড়া আর কেউ জানে না এবারের বই যে হবে। সব নীরবে সয়ে কাজ সম্পন্ন করে দেয়ার তার এক অদ্ভুত গুণ আছে, যে কারণে সে হয়ে গিয়েছে ছোট ভাই।

বই হোক বা না হোক, যে বছরের শুরু বা শেষে যত্ন করে ছবি তোলে বইয়ের ফ্ল্যাপে যাবে বলে সে হলো ফাতেহা, যে কবিতা বোঝে না, কিন্তু ফটোগ্রাফির টানে কবিতার বইয়ের অপেক্ষা করে।

দু'বছর ধরে শুধু অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে লেখা কবিতাগুলো হারিয়ে না যাক এ প্রত্যাশায় হয়ে গেল আমার দশম কবিতার বই, আর বিশেষ কী?

সুচিপত্র

মোহন কারাগার । ১১
বায়ুপরাগায়ন । ১২
জীবনানন্দীয় সংবেদ । ১৩
নদী স্বভাব । ১৪
ব্যান্ডেজ ডানায় আকাশে ওড়ে না । ১৫
আজকের আঠারো, আগামীর পঁচিশ । ১৬
আয়ুর বালুঘড়ি । ১৭
তোমাকে বন্ধুত্বের অমলিন
একটা শার্ট পরাব । ১৮
জনপদের চাওয়া । ১৯
ফিরে কি আসে? । ২০
একজন 'চে' এর খোঁজে । ২১
ফিকে রঙ,ভালোবাসা । ২২
গ্রুপ আত্মা আলাপ । ২৩
একক বসন্ত । ২৪
বাঁচার মেনিফেস্টো । ২৫
(অ) সামাজিক নিষেধ । ২৬
আমার হাতে স্ট্যাপলার । ২৭
চলবে আয়ুর আয়োজন । ২৯
মৃত ক্ষোভের অক্ষরে । ৩০
মানুষ নয়, সরীসৃপ চায় । ৩১
হারাবার ভয় নেই । ৩২
দেশি কপট-রেট । ৩৩
বিস্মৃত, ইসাবেলা । ৩৪
পিরিতি মরণের কল । ৩৫
অকল্যাণ রাষ্ট্র । ৩৬
আমি ভিসুভিয়াস । ৩৭
জৌলুশহীন । ৩৮
অন্তর পেতে রই । ৩৮
কলোনিয়াল চাকরের দল । ৩৯
এন্ড্রয়েডে জোছনার কারিগরি । ৪০
৪১ । বেঁচে থাকার সংঘাত
৪২ । ব্যর্থ দিন
৪৩ । শুষ্ক মুখোশ, ভন্ডামির
৪৪ । সেলফোন নেশা
৪৫ । সুবোধ সাড়া দেবে
৪৬ । শাণিত কাল্পনিক সম্মান
৪৭ । দূষিত শব্দের ঝাঁপি
৪৮ । বিপন্ন ক্লান্তি
৪৯ । পুঁজিবাদী সম্পর্ক
৫০ । শিকল উড়বে
৫১ । খচ্চরের পিঠে জীবন
৫২ । মাপা সঙ্গ, নিজের সনে
৫৩ । অবিশ্বাস্য পরাজয় (আম্মু স্মরণে)
৫৪ । নৈঃশব্দের কুহক
৫৫ । গন্তব্যহীন
৫৬ । বেছে নেওয়া পরিবার, বন্ধু
৫৭ । বাতাসে বাজের ফণা
৫৮ । নিরুদ্দেশে যাব
৫৯ । ঘর বাঁধার নিয়ম
৬০ । নির্বিকার ঔদাসীন্য
৬২ । মুক্তির উদ্যোগ কে নেবে?
৬৩ । মূল্যহীন মনুষ্য জীবন
৬৪ । ঝুম আকাশে কালিদাস
৬৬ । উল্লাস
৬৭ । এ শহরে আমার কেউ নেই
৬৮ । তোমার কাছে ক্ষমা চাই না
৬৯ । লড়ছি
৭০ । যখন যেখানে যেমন
৭১ । তফাত
৭২ । মধুময় বেঁচে থাকা

মোহন কারাগার

একদিন এই মোহন কারাগার-এর শিক
আমি এসিডে গলিয়ে দেব
তারপর আত্মজার হাত ধরে
হেঁটে যাব বাকিটা পথ
ক্লান্তির এই দুর্বহ বোঝা
কোন ঝোঁপ, ছুঁড়ে দেব আলবৎ
আমাদের নতুন পৃথিবী হবে
আবিষ্কারের ও পুনঃনির্মাণের
প্রতিদিনের এসব আতঙ্ক উৎপীড়ন
অবজ্ঞা অবহেলা অকারণ অপেক্ষা
ছাদের ভাগাভাগি মুছে যাবে
পরিবর্তনের সুনামিতে
আমরা দুজন সবুজের চাষে হব মগ্ন
বেঁচে থাকতে হলে আনতেই হবে
এমন সাদাসিধে নিপাট একটি লগ্ন

বায়ুপরাগায়ন

থকথকে এ শহরে কত যে মুখোশ
গড়াগড়ি খায় ন্যানো সেকেন্ড
কেউ ভীষণ শ্লীল-প্রেম এক্কেবারে
সোজা জাহান্নামের দ্বার
বলে দেবে অনায়াসেই,
অন্য দেশে কোর্টে কী রায় হয়েছে
তা নিয়ে করে যাবে হাহাকার।
নিজের দিকে তাকায় না,
মনে পড়ে না এত ঢাকাঢুকার দেশে
জনসংখ্যা সময় হয়েছে
১৮ কোটি ছাড়াবার!

জীবনানন্দীয় সংবেদ

এ পোড়া চোখে কেউ
চাইবে না আর
জানে সেখানে থাকে
উদাসীনতা বেদনা
প্রেম নেই অপার।
লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে যাওয়া
মগ্ন সন্ধ্যায়, সেই চোখ
কখনো কখনো
কুচি বৃষ্টির সাথে
উঠে পড়ে সজল শয্যায়।
আয়ু চলে যায়
কেউ বলে না তোমার
জ্বলে যাওয়া অধরে নেমে
তুলে নেব সব ক্লান্তির ক্লেদ
বুকের ভেতর নিঃসঙ্গতা
এবং এক ও অকৃত্রিম
জীবনানন্দীয় সংবেদ।

নদী স্বভাব

নদীর সাথে নদী মিলবেই
যতই থাকুক বৈরিতা,
মানুষের সাথে মানুষ মিলবে না,
অপরাধী 'ভিন্নতা'।

ব্যান্ডেজ ডানায় আকাশে ওড়ে না

কতগুলো দেয়াল ভাঙলে পড়ে
শৈশব বা কৈশোরের কাছে
আদৌ পৌঁছানো যাবে
কেউ জানে না
দিগন্ত মুছে গিয়ে নতুন দিকচক্রবাল
চোখের সীমা আটকে
ঘেরাও দিয়ে ধরে দৈনন্দিনের
আটপৌরে খেদ, মন মানে না
এই যে খুঁটে খাওয়া জীবন
এই যে ভাবনা ভীষণ আপন
এর পরতে পরতে নাকি অভ্যাস
তাই কেউ কাছে টানে না
সত্য কি মিথ্যা কি মায়া ভালোবাসা
ব্যান্ডেজ ডানায় আকাশে ওড়ে না

আজকের আঠারো, আগামীর পঁচিশ

মনে রেখো মনে রেখো
আজকের আঠারো
আগামীর পঁচিশ
তোমাকে ওরা দাগিয়ে
বলবে, প্রতিশোধ নিলাম
হে ইবলিশ,খবিশ!

আয়ুর বালুঘড়ি

রাত জেগে কাগজে
দানা অক্ষরে ছোঁয়ার খেলা
যেন মুঘল মহলেরই নামান্তর!
সেই চিঠি কবিতা ও গান
আবেগ ঢালার চেষ্টা আপ্রাণ
ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ির কোণ
আজকাল, অবহেলা অনাদরে
মোবাইল স্ক্রিনে বুড়ো আঙুল
কষে ধরে টাইপ গল্প
জানো না জানো না
কত বড় ছলনা।
বৃষ্টি এখন বিড়ম্বনা
সময় মানে দায়িত্ব ও রুপোলি চুল
সব ভুলেছি, নিজেকে ভেঙেছি
ভেংচি কেটে শত্তুর ডাকে
বালুঘড়ি আয়ু শুধুই পড়ে যায়
মুঠোহাতে নিঃসঙ্গতার ফাঁকে।

তোমাকে বন্ধুত্বের অমলিন একটা শার্ট পরাব

কোন এক মায়াবী বিকেলে,
তোমাকে বন্ধুত্বের অমলিন
একটা শার্ট পরাব ভেবে
যেদিন তা নিয়ে গেলাম
তোমাকে হলো না তা সাইজের গোলমালে।
আজ যখন তোমার ডোরাকাটা টি-শার্ট
অথবা রঙচটা জিন্স হয়ে উঠলো
এক একটি নিপীড়িত তারুণ্যের প্রতিচ্ছবি
তখন আমি আসাদের শার্টের কথা
ভাবছিলাম নিরাপদ আবাসে;

আমাকে কে তুমি ধিক্কার দিবে
এমন অপারগতায়? সাইজ না বোঝা
আমি সব গোলমাল করে ফেলি,
তোমার সেই বহুবার পরিহিত শার্টই
আজ অনেকের কাছে নিপীড়নের বিরুদ্ধে
লাল পতাকার সংকেত হয়ে বার্তা নিয়ে যায়।

তুমি ভালো থেকো আমার বন্ধু।

জনপদের চাওয়া

এই জনপদ চাইছে শ্বাপদ
একজনও মানুষ নয়,
মানুষগুলো খুব বিচ্ছিরি (!)
শুধু ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কথা কয়।

ফিরে কি আসে?

ফিকে চাঁদ
ম্লান রাত
ছায়া হাত
মিছে বসে
স্মৃতির
দোরগোড়ায়
ফিরে কি আসে
যা একবার হারায়!
উ ৎ স বে
কলরবে
উঁকি দেয়া মুখ
ও হো হো হো
আহা এই শোক
প্রাচীন
শুধুই মোমের আঁচে
পোড়ায়।
আলোক জ্বলে
ঘুমচটা চোখ
ভাসে জলে,
বেঁচে থাকা
কতটা ফাঁকা,
মা য়া র জালে...
প্রাণের দায়,
ফিরে কি আসে
যা একবার হারায়!

একজন ‘চে’ এর খোঁজে

অসাড় জনপদে রক্তাক্ত আঙুল
কলম নিয়ে আহাজারি চলে
বুলেটের গতিভেদের গল্প
ঢেকে যায় কে কোন উপাসনালয়ে
নৈবেদ্য দেয়নি সেই হিসাব কষতে কষতে।
হাবুল কাবুল-এর মৃত সৎকারের
কাহিনী রোমন্থন করে কার পশ্চাৎদেশে
কোন বাথানের ছ্যাঁকা তা নিশ্চিত হয়ে
আমাদের করণীয় ঠিক করে
নানা শৈল্পিক প্রতিবাদের তোড়জোড় করি।
অথচ আমরা পরজীবী ছিলাম না
আমাদের ছিল প্রতিরোধ প্রতিবাদের
এক গর্বিত ইতিহাস, সে সবে কালি
ঢেলে শুধু হায় হায় করা আহাজারি
সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়াই যেন আরাধ্য আজকাল।
তোমাদের কাছে কি অস্ত্র আছে?
আদিম জনপদের মতো নিদেনপক্ষে
তীর ধনুক, পাথর, গুলতি!
সভ্যতার বুলি, গোলটেবিল, ভয়ে সিঁটানো
বছরের পর বছর অনেক তো যাপন হলো,
তোমাদের মধ্যে যারা এখনো নানা মায়ার
বিভ্রমে মেলে দাওনি ময়ূর পাখা,
তারা কেন আফিমবাদীদের একই হোলির
রঙে রাঙিয়ে দাও না!
হিসাব বরাবর করার তালিকা
কত দীর্ঘ হলে আমরা তোমরা এক একজন
চে হয়ে ওঠার উদ্যম দেখাব,
কেউ কি জানো!

ফিকে রঙ, ভালোবাসা

সব খোঁজ শেষ হলে
ক্ষয়ে যাওয়া নখে
নেলপলিশের টান
কটকটে রাগে
দু'চোখের মাঝে
কপালের ভাঁজে
বিরক্তি বুনে দেয়
অনর্গল, থেমে যাক
পুড়ে খাক হোক
এই শহরের যত
হট্টগোল।
আমি ফিরব
ভাঙা নখে
পরিয়ে আলতো
আদর
সাথে নিয়ে
খোলতাই রঙ
জব্বর-
একবার শেষবার
প্রেমের জায়গায়
স্বস্তি, বসে যাবে
ঠিক যেন
মিউজিক্যাল চেয়ার-
দেখা হবে আবার
ভালোবাসা ছাড়া
বলব, কিছু নেই
কাউকে দেবার।

গ্রুপ আত্মা আলাপ

ওরা কেউ কেউ গ্রুপে গ্রুপে
প্রতিরাতে সব আলো নিভে গেলে
সন্তর্পণে ইনবক্সে আলাপ করে,
তোমরা চোখ কুঁচকে ভাবতে পারো
প্রেমালাপ,পরকীয়া!
ওরা কখনো কারণে, কখনো বা অকারণে
কথার বিনুনী গেঁথেই চলে,
তারপর হঠাৎই কেউ কাউকে
শুভরাতটুকুও না বলে শিশু রোদের ভেতর
ঢুকে আরেকটি ফটোকপি দিনের
প্রতারণা কালিমাখা পকেটে পিন করে রেখে দেয়।
ওরা জানে ঐ পকেটের নিচে
একা, দুঃখী আত্মা কীভাবে জাবরকাটা
দিনগুলোর দিকে বিতৃষ্ণার বিষ তীর
ছুড়বে ছুড়বে করেও ছোড়ে না
ছানাদের মায়ায়।
ওরা আসলে গ্রুপে হোক বা একাই
নিজের সাথেই কথা বলে,
আরেকটি আত্মার সাথে যুক্ত হতে।

একক বসন্ত

এই যে বুকের ভেতর চাপ
এই যে জ্বালা জ্বালা চোখ
খুব করে চাচ্ছি তোমার ও
একবার হোক।
শার্টের শেষ বাটনে হাত
ফসকে গেল ত্বক,
আহ! আমাদের সময়ের
বড্ড অভাব!
জমছে না কিচ্ছুই
দোঁহা নাকি সই,
ইচ্ছে পাতার ফাঁকে
কোকিল ডেকে
বলে, এবারও বসন্ত
একা গেল, নই নই
কেউ কারও নই।

বাঁচার মেনিফেস্টো

আমার আকাশে কি জমেনি মেঘ
করেনি খেলা পূর্ণিমা?
সমুদ্রের ফেনা নিয়ে জল পা ছুঁয়ে
চলে যাবে আরেক ঢেউ আনতে
তেমন সাধ কি গুমরে কাঁদছে না
এ চামড়ার বুকের নিচে!
ইচ্ছারা আজ বাদামের খোসা
শোণিতে সংক্ষোভ ও দাহের শিখা,
শুধু মন বলে আহা ওদেরও তো এমন
গৃহত্যাগী জোছনায় ছিল বাঁচার অধিকার,
ওরাও ছিল শিশু, সময় ছিল দুহাতে
খেলনা নিয়ে খেলবার!
চেনা দৈত্য সেই এক শিং এ করে যাচ্ছে
শৈশব-মানবতার লঙ্ঘন,
যতদিন ঘটে যাবে এসব যৌন নিপীড়ন
ধর্ষণ হত্যা ও উত্ত্যক্তকরণ,
কবিতার হাতে হাতকড়া পরতেই পারে
গোলাপের গায়ে হুলিয়া নিয়ে
ঘটতে পারে রোমান্টিসিজমের 'সহমরণ'।
মগজে গেঁথে গেছে বাঁচতে হলে
লড়াই, লড়াই, লড়াই ভীষণ প্রয়োজন।

(অ)সামাজিক নিষেধ

আসছে বৈশাখে সাদা লাল শাড়ি
পরবো না কেউ! দেশে এখন
লেগেছে হারাম হালালের ঢেউ;
মানুষের নির্ভয়ে যোগ দেয়া
যেকোনো উৎসবে তাদের দারুণ ভয়
তাই তারা সর্বক্ষণ নানা তালিকা
নিয়ে ব্যস্ত রয়; আমরাও এমন
বেআক্কেল, ওয়াজ আমাদের মোটিভেশন,
আমদানি করা লেবাস আমাদের
ফ্যাশন, আমাদের সদাজাগ্রত অনুভূতি
উনিশ থেকে বিশ হলেই শুরু হয়ে যায়
অহেতুক নর্তনকুর্দন।
দুঃখ শুধু একটাই নিজেরা হালাল হারাম
মানে না, তাই করে যায় ফেসবুকে ভিড্যু
প্রদর্শন!

আমার হাতে স্ট্যাপলার

স্ট্যাপলার হাতে বসে থাকি
নিজের ঠোঁটে মনে মনে
মারতে থাকি শতবার
মাথার ভেতর বোমারু বিমান
এক এক ইস্যু ঝলসে ঝলসে
নাপাম ফেলে চেষ্টা করে মোছার
চিৎকারে ভেঙে ফেলে
এ কাচের ভাবমূর্তি ত্রিশূল
গেঁথে নাগাসন্ন্যাসী হয়ে
বলার সাধ জাগে
ঐ সাত হাজার কোটি টাকা
আমার, আমার।

একটা স্কুল, একটা হাসপাতাল
একটা খেলার পার্ক
দুইটা নিশ্চিন্তের বাস
এ দেশে গত পনেরো বছর
খাজনা দিয়ে বিনিময়ে পাইনি,
শুধু আমরা মরব বলে
কংক্রিটের বা বেড়ার পাশে বসে
কেউ কবিতা পাঠ করবে বলে
সাত হাজার কোটি টাকা!

কোন বালকের পেছন
বা কোন বালিকার শৈশব

ভিনদেশি কবিতার লাইনে
গোপনে হয়ে যাবে রক্তিম
আমরা নিশ্চুপ থাকব
স্ট্যাপলার হাতে

নিউরনে আগুন ধরে গেলে
সেই স্ট্যাপলার এর পিন
জায়গামতো মেরে দিতে
আর কতদিন, নাদের আলী!

চলবে আয়ুর আয়োজন

দুঃখের ব্যাগটাকে চেইন আটকে
আলগোছে কাঁধে ফেলে
শিস বাজিয়ে চলার নামই জীবন
স্রোতের অনুকূলে নৌকা ভাসিয়ে
নদী পাড়ি দেয়া এভাবেই
চলবে আয়ুর আয়োজন

মৃত ক্ষোভের অক্ষরে

কতকাল সুনসান শুয়ে আছি
নিজের মৃত ক্ষোভের অক্ষরে
মাথা রেখে
পরাজয়ের সবটুকু গ্লানি
চেটেপুটে খেয়ে;
মানুষ মরে যায়, কেউ জীবন্মৃত
আমার কোন হিসাব থামে না।
খাই পরি সদাইপাতি অফিস
সব চলে ঠিকঠাক,
কষ্টের বুদ্বুদ উঠলেই তাকে ফুঁ দিয়ে
দুআঙুলে চেপে যত্ন করে
নাই করে দেই।
মাঝে মাঝে আমারও
ঘাড়ের কাছে
শিরশির করে ওঠে,
আমার ভেতর এখন ভয়
আসে এবং যায়।
আমি ভানে ভানে
আপন সত্তার আসল
হারিয়ে ভন্ডামিতে জেরবার,
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে
কথা ছিল কলম ছেড়ে
আমি আমাদের হয়ে
প্রতিরোধে নামবার।

মানুষ নয়, সরীসৃপ চায়

বেলুনে ঢেকে
মেরু ও দণ্ড
এক দেশের
মানুষ
অন্ধকারের সঙ্গমে
হারিয়ে যায়;

কারণ তারা জানে
সে দেশ শুধু
মূক ও বধির
অবশ্যই অন্ধ
মানুষ সদৃশ
সরীসৃপ চায়।

হারাবার ভয় নেই

নিজের চিৎকার দুহাতে চেপে
নিজেই জেগেছি অযুতবার
আমাকে ভয় দেখিও না
নতুন কিছু নেই হারাবার

এই পাতা ঝরা ঋতু বদল
এর হল্লা, ত্বকে এখন
ইউক্যালিপটাস-এর ঝাঁজালো
তুলির আঁচড়-অসাড় দেনদরবার

মোহ নেই উত্তুঙ্গ ঢেউ-এর
মাথায় চড়ে
ফেনা হয়ে ভেসে যাবার সাধ
নেই আর একবার

আমাকে ভয় দেখিও না
নতুন কিছু নেই হারাবার।

দেশি কপট-রেট

অটোমেটেড ট্রেলার মেশিন (ATM)
হয়ে আছি বহুকাল,
যে যার ইচ্ছের কার্ড গুঁজে দিচ্ছে
মস্তিষ্কের কোষে-
সবার আবদার মেটাতে
নিজের ভেতর বিতৃষ্ণার নহর
বইছে তো বইছেই;
প্রতিদিন মানুষের জন্ম হয় না
প্রতিদিন হয় না লক্ষ্যপূরণ
কোনোদিন থাকে গহিন পূর্ণিমা
কোনোদিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ;
এসব সত্য না বুঝেই
দেশি বেনিয়ারা
বিদেশি ককটেল হয়ে
এ তথ্য সে তথ্য ঘেঁটে
জীবনটাকে করে দিচ্ছে
গোবরের ঘুঁটে।
দিন শেষে চাটার দল
মুচকি হাসে,
জোয়াল কাঁধে নিয়ে চলা
নালায়েক বান্দী কামলা
বন্দী থাকে নিজেদের
বায়বীয় দীর্ঘশ্বাসে।

বিস্মৃত, ইসাবেলা

তোমাকে নিয়ে আমার দু-চারটি লাইন
লিখবারই কথা এমন দিনে।
জানি বুকে পাথর, চোখে ক্লান্তির রাত
ঘামা দেয় নির্ভেজাল;
চেপেচুপে দু-একটা ভালোবাসার টোকাটুকি
কি একখানা ইমোজি, কি জিফি
এও তো পাঠানো যেত
অন্তত ভুলে যাইনি বোঝাতে!
সময় এক অন্ধকার গুহা
যেন আলো কোনোদিন পৌঁছাবে না,
শাড়ি নাকি পাঞ্জাবি না কামিজ
এ দ্বন্দ্বে কালিগোলা গহ্বরে পাক খেতে খেতে
প্রেম-অপ্রেম-ভালোবাসার ব্রাকেট বন্ধনীর সাথে
যুঝতে যুঝতে ফাগুন ভ্যালেন্টাইন সংশয়ে
আমি এখনো দাঁড়িয়ে আছি
ট্রাফিকের লাল বাতির সামনে,
তোমার পথ সত্যিই বিস্মৃত-ইসাবেলা।

পিরিতি মরণের কল

পিরিতি মরণের কল
থাকলেও জ্বালা
না থাকলেও আয়ু
চঞ্চল..

অকল্যাণ রাষ্ট্র

আমাদের রাতগুলো কুয়াশা কম্বলে
ঢেকে যেতে যেতে অশ্লীল নৈঃসঙ্গের
সাথে যুঝতে যুঝতে সমানুপাতিক
ন্যায়-অন্যায় নির্ঘুমখেকো আঁধারের
বন্দনায় কাব্যিক হয়ে ওঠে।

এ মুহূর্তগুলোতে আমরা বুঝে যাই
চাঁদ উঠলেও জ্যোৎস্না আমাদের নয়,
হরিণের চোখ বাহুমূলে গেঁথেও
চঞ্চলতাকে আমাদের নিদারুণ ভয় -
এই বুঝি যুগপৎ বিদ্রোহে লয় হয়,
সব লয় হয়।

আপোসের-হিসাবের ছক কেটে
বদলানোর ইতিহাস কোথাও নেই,
সে আমরা বুঝেও না বোঝার ভান করি
নির্নিমেষ, নষ্ট হয়ে যাক, ছাই হয়ে
উড়ে যাক হাওয়ায় অপরের প্রাণ,
আমার শেকড়টুকু রক্ষিত থাক,
নিরাপদ থাক, অকল্যাণ রাষ্ট্রের
মুনাফায় RJ বাজায় এই একই
একই নার্সিসিজমের গান।

আমি ভিসুভিয়াস

তাদের আগ্নেয়গিরি দেখার ভীষণ সাধ,
যখন অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় কি করবে
ভেবে দিশা পায় না।
আগুনকে তারা নানা আহূতি দেবার চেষ্টা করে
আয়ত্তে আনার জন্যে।
আগুন নিজেকে নিজে সামলে না নিলে
কত সভ্যতা অঙ্কুরোদগমের আগেই
পাখির ঠোঁটে ঠুকরে খাবার হয়ে যেত।
আমি ভিসুভিয়াস, আমিই সেই গিরি
আমাকে বাঁধার শক্তি কারও নেই
আমার ছাড়া, করো না ভুলেও
কোনো বাড়াবাড়ি।

জৌলুশহীন

যৌক্তিক মিছিলে তারুণ্য ঠাসা
সংসারী মানেই
জৌলুশহীন এক অভ্যাসের
বাসা

অন্তর পেতে রই

কতদূর পর্যন্ত অন্তর পেতে রই
কেউ বুঝে না, শুধু
ব্লু-টুথে পেয়ারড ডিভাইস হয়ে
শব্দ বিনিময় করব বলে!
এ গ্রহে এখন এত আওয়াজ,
ছবি, মানুষের দুর্গন্ধ দৈনন্দিনে
উপচে পড়া মনের গলি, তস্যগলি
কেউ দেখে না গভীর রাতে
লৌহমানবীরা কেমন করে
ডোবে-ভাসে চোখের জলে!
ঝাপসা হয়ে যায় জ্ঞানের রেখা,
ততোধিক প্রিয় অভিযোগের
অভিঘাত, জেগে থাকে
স্নেহ কাঙাল হৃদ
সাথে নিয়ে বরফ দেহের
যুগান্তকারী অভিশাপ।

কলোনিয়াল চাকরের দল

আমরা কেরানি আমরা দুর্বল
আমরা কলোনিয়াল
চাকরের দল;
আমাদের গলায় টাই
গায়ে স্যুট, মাথায়
পাকি জিন্নাহ টুপির ভূত;
আমাদের অন্তরে কান্না
ঠোঁটে রঙ, কথায় ঝরে
হীরে পান্না,'স্যার, ম্যাডাম'
সম্বোধন ছাড়া আমাদের
একজনও রা কাড়েন না;
আমরা কেরানি আমরা দুর্বল
আমরা কলোনিয়াল
চাকরের দল।

এন্ড্রয়েডে জোছনার কারিগরি

তুমি আর আমি
এক কাঁথার নিচে
নিজেদের সময়
যাপন করি,
তুমি আমার
আমি তোমার,
এন্ড্রয়েডে দেখি
জোছনার কারিগরি।

বেঁচে থাকার সংঘাত

মরে গেছি
সেই পনেরোতে
এক ভাসানের রাতে,
কে আসে কে যায়
জানে না মন, মেতে থাকে
প্রত্যহের
বেঁচে থাকার
সংঘাতে।

ব্যর্থ দিন

বুকের ভেতর পাথর ছুঁড়ে দিয়েও
পতনের কোনো শব্দ শুনি না,
এমনই ফ্যাদম ছাড়া অন্ধকার সেখানে।
সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত, কুরে খায়
পুঁজিবাদ, মুনাফার সালতামামি
ডিজিটাল অক্ষরে গ্রহণ করি প্রতিক্ষণে।
আসুরিক এসব ঘায়,
বিদ্রোহী আত্মা শুধু অক্ষম দাপায়।
অক্সিজেনহীন শীতাতপ,
একঘেয়ে গুঞ্জন, শিরঃপীড়ার আয়োজন
করে সমাপন, একের সাথে অন্যের
বিযুক্ত কৃত্রিম সম্ভাষণ, অপ্রয়োজনীয়
অকারণ কলোনিয়াল ভাষায়
দিনের সব রোদ হত্যা করে যায়।

এসব দেখেশুনে বুঝেও
অবুঝ মন-খাঁচার ভেতর
অচিন পাখির আসা
যাওয়ার হিসাব চায়।

শুষ্ক মুখোশ, ভন্ডামির

আমার ভন্ডামির বৃষ্টির
উপর সুচারু ত্রিপল
দেয়া শিখেছি যে ক্ষণে,
বহুধাপ পেরিয়েছি
অক্লেশে, সসম্মানে।

মুখোশের চোখ খটখটে
দারুণ গ্রহণযোগ্য,
কেউ জানে না-
সে কীভাবে আক্রান্ত,
আদৌ হবে কি না আরোগ্য!

নিয়মের বোতাম
খাপে খাপে মিশে যায়
সুই সুতো জড়িয়ে,
এমন করেই চলে যাবে
দিন, সব দাবি ছুড়ে
শুধু ঝরা শিউলি কুড়িয়ে।

সেলফোন নেশা

সেদিনও ছিল দুটি হাত
নিঃসঙ্গতায় অপার,
এখন হাত বাড়ালেই
বন্ধুত্বের অবারিত দ্বার।

ভূত হয়ে জেগে থাকি
নীল আলোর ভুবনে,
দুহাতে আঁকড়ে রাখি
প্রকাশ্যে-গোপনে।

ক্লান্ত দুহাত, শ্রান্ত দু'চোখ
তবু উন্মুখ আরও তথ্য
অনেককে দেখবার আশে
রক্ত মাংস ভুলে আজ
তারা এই হলোগ্রাফকেই
অনায়াস, ভালোবাসে।

সুবোধ সাড়া দেবে

সুবোধ এবার সাড়া দেবে
বাঁধন খুলে
দু'ডানায় আকাশ নেবে
মেপে
ভয় পাবে না একটুও
উঠবে না কেঁপে

শাণিত কাল্পনিক সম্মান

জলের ’পরে কাগজের নৌকা
মিশে যায় নির্ভেজাল,
এ সম্পর্কের দলিল হয় না
জানে উত্তুরে হাওয়া
উদাস মন,
হোক টালমাটাল।

বিষাদের টিপ জ্বলজ্বল
কপালের বাতিঘর,
ফেনানভ ঢেউ খোঁজে
পথহারা জাতিস্মর।

কোষে কোষে আদি দ্রোহ
ছোবল হানবে বলে মরিয়া,
জল-কাগজের নৌকা
মিটিমিটি হাসে, বুকে নিয়ে
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের
চেনা জ্যামিতিক হুলিয়া।

শাণিত কাল্পনিক সম্মান
সয়ে যায় মিথ্যা তুলির আঁচড়
উত্তরাধিকার ভোগের আশে
জগৎ দাপায় জাতীয় খোঁচড়।

দূষিত শব্দের ঝাঁপি

ফেরা হবে না পাতা ঝরার কালে
শুধু সবুজ ছোঁব এ আশায়
খুউব ভোরের বাসে উঠব না
আমরা ঠান্ডার বাষ্প নাকমুখে
ছাড়তে; এবারের কাশবন
গতবারের লাউয়াছড়ার মতোই
কোনো নবীন জীবিকার লাঙ্গল
নেই এমন কারো বুক পকেটে
ঢুকে সস্তার হোটেল খুঁজে নেবে
নিশ্চিত। তেলাপোকা চেপ্টে
ঘুমের রাজ্য দখল করে ভাববে
একদিন সেও ডুসাই প্যালেস
এ সবে যাবে। অর্থ বয়স মায়ার জাল
কখনো এক সুতোয় ধরা দেবে না
জানে না বয়ে যাওয়া তবুণের দল,
যেখানে পড়বে নির্জন নিঃসঙ্গ হাত,
তার নিচেই থাকবে নিয়মের ঘেরাটোপ
ও নিজেকে ভুলে মানিয়ে নেয়ার চাপ।
তোমাদের দলে আমার খেলা হলো সাঙ্গ,
এটুকু বলতে এত ভণিতা-এঁকে গেলাম
শব্দের আলাপ।

বিপন্ন ক্লান্তি

বছরের প্রতিদিন উৎসব
কখনো প্রাণের, কখনো
স্পন্দন থামা শব,
চলে খানাপিনা খুব।
তোমাদের যার যেমন
যুতে যাও, ভান করা
মলিন মুখে, সত্যিকার
সুখে, চলুক কলরব।
দিনশেষে বেঁচে থাকা
মরে যাওয়া
আনুষ্ঠানিকতা বৈ তো
কিছু নয়,
শুরু সমাপ্তির একই
একই লয়, সপ্তধ্বনি সুরের
জানা থাকলেই হয়;
যে জানে না তার জন্যে
বাস্তব পরাবাস্তব খোলস
খুলে নির্ভেজাল
উদোম পড়ে রয়,
জীবন মৃত্যুর মাঝখানে।

পুঁজিবাদী সম্পর্ক

কোনো স্বপ্ন নেই যার জন্যে বলা যায়
হে প্রস্থানকাল তুমি একটু তফাতে সরো;
ভীষণ রোদ্দূরেও অন্ধকার ডানা ঝাঁপ্টায়
যেন রাতের রক্তচোষা বাদুড়।
এই যে প্রতিদিন বিনিময় বিবিধ সম্পর্কের নামে,
সেগুলো এক এক ধরনের হিমালয়সম ভুল
হয়ে ধরা দেয় কাটানো ত্রিশ চল্লিশ বছর
অস্বীকার করে।
দাম্পত্য মানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জৈবিক স্পর্শ
ক্ষেত্রবিশেষে কেয়ারগিভারের মৌল ঢাল,
আমি জেনে গেছি বুঝে গেছি-
কেউ কারো নয়, পার হয়ে গেছে
নিঃস্বার্থ ভালোবাসা জন্মের
ইউটোপিয়ান কাল।

শিকল উড়বে

একটি দুটি ক্ষত
পোড়ায় অবিরত
একজনের না থাকা
কেমন
সব করে
দেয় ফাঁকা
একটি দুটি শব্দ
অনুভব করে জব্দ
একটি দুটি
অনুচিত চাওয়া
ভেঙে ফেলে
জন্মাবধি গড়ে
ওঠা সম্পর্কের
নিকোনো দাওয়া।

খচ্চরের পিঠে জীবন

খচ্চরের পিঠে চড়া জীবনে
আমার একটু ঠমক
সাগরপাড়ে, কখনো বা
যমুনা পদ্মার তীরে;
ভোরের আলো কিংবা
সন্ধ্যার কনে দেখার
ঢঙ্গী সময়ের চিরাচরিত
নিয়ম মানা ভিড়ে -
খুঁজেছি যাচিত-অযাচিত
সম্পর্ক উলটেপালটে
আর কিছু নয় তেমন হৃদয়
যা ভণ্ডামি ভরা নয়।
ধম্মো, নিয়মের শৃংখল,
গুপ্তচরের সভ্যতা আবিষ্কার-
মেনে নেয়ার ভানে জানিয়েছি
বেঁচে থাকার একটাই সংকেত-
ভালোবাসা, ভালোবাসা এবং
ভালোবাসা, বাকি সব জলাঞ্জলি
আসমানী বই, বাইবেল, ত্রিপিটক
অথবা ঋকবেদ।

মাপা সঙ্গ, নিজের সনে

এ দেউল শহরে শতবার
গুছিয়ে রাখি এলেবেলে
নিঃসঙ্গতাকে;
কারো চোখ দেখি-
সেই দৃষ্টি আমারই মতো
মিথ্যাবাদীর।
কারো বা ঠোঁট-
সেই চঞ্চু আমারই যমজ,
অর্থহীন শব্দ বুনে যাচ্ছে
দিনের পর দিন।
স্বেদ শুকানো লবণ জমা
জামা মাপতে মাপতে বুঝে যাই,
সেখানেও ক্লান্তির খোলকরতাল।
তারপর আমি মৃত্তিকা ও শবের
অবশেষ ছোঁয়া জুঁই কামিনী গাছ
ও মোনাজাতের নির্জন হাতের
নগ্নতা দেখি অপলক;
এই ধাঁধা, অন্বেষণ, মনুষ্য সঙ্গের-
প্রতারণা, মায়া, প্রেম ও বিভ্রম
স্লেটের সব লেখা সিক্ত উত্তরীয়তে
মুছে, আমি জেনে যাই-
এ শহরে আর স্পর্শের উষ্ণতা,
কড়ে আঙুল ডোবানো
নিঃস্বার্থ ভালোবাসা মিলবে না
একদম।

অবিশ্বাস্য পরাজয় (আম্মু স্মরণে)

ওরা আমাকে মস্তিষ্কের অক্সিজেন নেয়া বন্ধ হলে
কি হয় তা বোঝাতে আসে, কেউ কেউ বলে
এভাবে ঠান্ডা শরীরকে জল দিয়ে নিংড়ে পবিত্র
আবাবিলের আত্মাতে রূপান্তর করতে হয়।
আমার, তোমার উষ্ণ দেহ ছোঁবার সাধ ছিল,
ইচ্ছা ছিল হুবহু নিজের কণ্ঠ তোমার কাছ হতে
আরও অনেকদিন শুনবার।
ওরা আমাকে ঐশ্বরিক শক্তির দোহাই, বিজ্ঞানের
পরাজয় এসব নিয়ে নানা সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পায়।
অথচ আমার চাইতে কেউ ভালো জানে না
সিদ্ধান্তহীনতার এক অজগর পেটে
ছাগছানা হয়ে আমরা যার যার জীবিকার কাঁটা
আঁকড়ে তখন ভীষণ উদ্বেগের ভান করে ছুটছিলাম,
দায়িত্ব এড়াতে।
তোমার সাথে আমার এখন পূর্ণ উদ্‌যাপন
এক গ্লেসিয়ার মহাদেশ নিচে,
শুধু এ সময়ে তুমি কি বলতে, প্রত্যুত্তর আমাকেই
তোমার ছায়া অবয়বে বসিয়ে ভাবতে হয়।
আমার পুরোটাজুড়ে এক অবিশ্বাস্য পরাজয়,
মন-চিত্র হয়ে ঝুলে রয়।

নৈঃশব্দের কুহক

ঈশানে নৈঋতে কত যে শব্দমালা,
সম্ভাষণ!
মুখে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন,
ক্লান্ত দাঁত ও চোয়ালের অর্কেস্ট্রা
ছাপিয়ে জীবিকার জাবর কেটে
গৃহী অথবা ত্যাগী
ভোগী কিংবা যোগী
দিনের নিষ্পেষণের সমাপ্তিতে
সৌর পূর্ণিমা মেখে
দীর্ঘ আয়ুর মেঘ ওড়াউড়ি দেখে
যখন,
সমস্ত দেহকোষ একসাথে
বলে ওঠে, হে ভুলে যাওয়া
বাইশে শ্রাবণ-
কিছু নয়, কিছু নয়
শুধু নিজেকে ফিরে পেতে
নীরবতা প্রয়োজন।

গন্তব্যহীন

ফেরার পথ
লুটপাট হয়ে গেছে
থ্রি ডি এনিমেশন থেকে নেমে
আসা পরাবাস্তব এক ঢোকে
গিলে নিয়েছে অবিরাম শ্রাবণ
সন্তান বিন্দু বিন্দু বর্ষাজল।
কোথাও যাবার নেই,
পৌঁছানোর নেই তাড়া,
নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ ঢোল হয়ে
ভিআইপির গাড়ি গোনে, দেখে নায়িকার গ্লিসারিন
চোখের কোণে।
অজগর ছাগল খেয়ে
শীতঘুমে এমন রাস্তায়
কিছু ঊণমানব ঘষটে ঘষটে
শুধু হাঁটে, ঈশ্বর জানে
কোন চুলোকে গন্তব্য মেনে
ছুঁয়ে দেবার অভিপ্রায়ে!

বেছে নেওয়া পরিবার, বন্ধু

মধুমাছি হয়ে
ফুটিয়েছি হুল
নিজ জিভে
আবার বিষ তুলে
বেদনা সরিয়েছি
একছোঁয়ে নির্ভুল।
ছলোছলো চোখ
অকারণ হাসির ছটায়,
ঢলে গলে পড়া
একে অন্যের ছায়ায়,
পৃথিবী একপাশে রেখে
জরুরি যেন মজে
থাকা ত্রিভঙ্গ আড্ডায়;
সম্পর্ক নিয়ে কতজনে
কত কি বিশ্লেষণ
আঙুলে কড়গুনে ব্যস্ত
হিসাব কষায়!
আমাদের সিধেসাদা দিন
জন্মসূত্রে পাওয়া পরিবার
নয়, নিজের যোগ্যতায়
সম্বন্ধ গড়ার কারিগর
দায়হীন-বন্ধু মানেই
না মেটানো, অজানা
অনেক ঋণ।

বাতাসে বাজের ফণা

শেষ কথার পরও
বসেছিলাম একটা
দীর্ঘ পথ বুকে নিয়ে।
ঐসব পথে ঘুঘু চরে
জেনেও উল্টেপাল্টে
কতবার যে হেঁটেছি!
পায়ের পাতা জড়িয়ে
দশ আঙুল অভ্যস্ততার
খোঁয়াড়ি ভাঙবে এমন
ভান করেছে যখন,
হাতের ফাঁকে রোদ্দুর
জমে দই,
জল মেশানো বাউরি বাতাস
চক্কর কেটে,
বাজের ফণা ঘুরিয়ে বলে-
চেয়ে দেখ
ধুলো রঙিন আমি
এসেছি সই।

নিরুদ্দেশে যাব

গাড়ির জানালার ফাঁকে
কতটুকু আকাশ
ধরা যায়?
জল মেশা বাতাস
আর্দ্রতা মেখে কোন
স্বেদের সীমানায়!
শীতাতপ সব খেয়ে
রুটিন মেপে ধায়।
কোনো কোনো দিন
হুট রিকশায়,
ঝট হাঁটায়, নিখিলের
নীল, দুচোখে এক
নিমিষে গেঁথে,
আমাকে হারায়।
দূরপাল্লার বাসকাউন্টার
ওভারব্রিজে দাঁড়ানো
ছায়া আমি কে
বলে 'আয়, আয়'
চল, এবার চল,পরিচয়
ভেঙে, তোর অজানায়।

ঘর বাঁধার নিয়ম

ভালো লাগলেই কি
বাঁধতে হবে ঘর?
ভালোবাসলেই কি
জানতে হবে
একসাথে আলু
রসুনের দর!
তোমায় ভালোবেসে
রেখেছি কাপড়ের ভাঁজে
ন্যাপথলিন দেয়া
মাঝে মাঝে কড়া রোদে
শুকিয়ে ফের রেখে দেই
কোন তাকে,
তোমায় ভালোবাসি বলেই
বছরে দুএকবার
দেখেশুনে মনে চেখে
৩৬৫ দিন রাখি পাঁপড়
ভাজা মুচমুচে বুকের
খাঁজে, সুগন্ধি মেখে।

নির্বিকার ঔদাসীন্য

পেয়েছ তুমি
পাললিক শীলার
স্তরভেদি তার দেখা!
আমার ডানে প্রস্তর
বামে খরা,
একবাঁও, দুবাঁও
কিচ্ছু চলে না;
কি বললে তুমিও একা?
না না আমি
সঙ্গীর কথা বলছি না তো,
বলছিলাম জলের গান,
তার নাকি ভীষণ সঙ্কট,
নেমে গেছে একেবারে
অধঃপাতে।
হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বটে
তোমাদেরও অনেক
কষ্ট, ব্রেকআপের
ভালোবাসা না পাওয়ার।
আমাদের এখানে এসব
জোছনায় মাখা ধুলোর স্নান
মৌলিক দাবি মেটাতেই
চল্লিশে টান টান ত্বক ম্লান;
হুম, জানি আমাদের দাবিগুলো
শ্লীল বা অশ্লীল
তা বুঝতে পারা বড্ড মুশকিল,
তুমি তো এখন মসুল এর
মসজিদ, ইংল্যান্ডের আগুন
নিয়ে খুব চিন্তিত মশগুল।
ও নাকবোচার দল!
ওদের প্রাণশক্ত নিঃশ্বাস

নিচ্ছেই বিলকুল।
না না শুনতে হবে না
আর কোন যোগ অনুযোগ,
তুমি নির্ভার ধ্যানে গান
শোনো-কুল, ড্যাডি কুল।

মুক্তির উদ্যোগ কে নেবে?

বেলী ফুলের মালা,
তোমার সিগন্যালে গাড়ি,
তুমি ফিরছো বুঝি ঘরে,
আমার অভ্যস্ততার তোড়ে, তোমার হারিয়েছে প্রেম,
আমার বুকে শুধু বেঁচে থাকার ওম,
এসব গল্পে তোমার আটকে আসে দম।
বেলী ফুল চলে গেছে স্বপ্নে বাঁচা মানুষের পকেটে,
তোমার হাজার টাকার স্মার্ট ফোন পাওয়ার সকেটে,
তুমি আমি দেখবো ভিনদেশি ফুল, উই আর কুল, ডুড উই
আর কুল।
আমাদের নেই কোন সংযোগ, কাগজের যাবজ্জীবন ভোগ,
আমরা করে যাই আনমনে-ইতিহাস জানে, মিরাকল ইজ আ মিথ,
মানুষই নেয় মুক্তির উদ্যোগ।

মূল্যহীন মনুষ্য জীবন

এখানে এখন হঠাৎ বৃষ্টি, লংড্রাইভ আর সুরার হাতছানি
সেখানে এখন মাইলের পর মাইল, জলে ডোবা
ভ্রূণ ধানের পচে যাওয়া ডাঁটিখানি
মাছেদের কানকো ভেদি বিষের ছোঁয়া
এমোনিয়া অথবা ইউরেনিয়াম
দিন শেষে বুঝেছি
পাহাড় বেয়ে নামা ছাইয়ের ছায়ায় বসে
আমাদের নেই কোনো ঘোড়ার ডিমের দাম!

ঝুম আকাশে কালিদাস

কালিদাস
ঝুম আকাশ
ঝরছে
ফোঁটায় ফোঁটায়
ক্লান্ত তুমি
আদিম নারী
আগুন হাতে
দাঁড়িয়ে একঠায়
ঝুম আকাশ
বাউরি বাতাস
আঁধার ঘনায়
তুমি ঠায়
যায় যায়
সময় যায়
ঝুম আকাশ
হাঁসফাঁস
জলসীমায়
ঝরছে
ফোঁটায় ফোঁটায়
এই রাত
ঘুম ঘুম
আকাশ ঝুম
আঁধার জল
জড়াজড়ি
নিশিপক্ষীর
ওড়াউড়ি
বর্ষার গান

শোনায়
ক্লান্তি বলছি
তোমায়
মুছে যাও
ধুয়ে যাও
বৃষ্টির ছোঁয়ায়
জাদুকরি
এ বেলায়

উল্লাস

তুমি তুমি তুমি
আমি আমি আমি
তুমি আমি মিলে
আমরা হলে
হয়ে যাই
অনেক দামি।
তুমি দিলে
এক ফোঁটা রক্ত,
আমি দিলে
একটু আবাস,
তোমার আমার
সৃষ্টি সুখের
যৌথ উল্লাস।

এ শহরে আমার কেউ নেই

এ শহরে এক ফোঁটা অভিমান
রাখার মতো কোনো মানুষ
পাতা নেই,
যার চোখে করবে টলোমল
আমার অশ্রু।
এ শহরে হাজার সেল নাম্বার
এর ভিড়ে একটি বিশেষ
সংখ্যা নেই যেখানে
আমার জন্য নির্দিষ্ট
রিং টোন সেট করা।
এ শহরে আমার কোনো
অলিন্দের মানুষ নেই
যে কাজে নয়
শুধু আমার কথা শুনে
এমন অকাজে
ব্যয় করবে একবেলা।
এ শহর এক পোড়োবাড়ি
যার আগুনে আলু ঝলসে
খাওয়া যায়, যজ্ঞ চলে
প্রতিজন অন্যকে
দুপায়ে দলে যায়
এ শহরে কেউ না বললেও
এটাই একমাত্র উপভোগ্য খেলা।

তোমার কাছে ক্ষমা চাই না

আমার কথা ছিল
তোমার উপশম হবার
আমার কথা ছিল
তোমার পাশে বসবার;
আমি বসেছি মুখোমুখি
ক্রেতার সামনে-
দেঁতো হাসিতে
আমি উপশম হয়ে
বাড়িয়েছি পুঁজির যোগঃ
আমাকে আজ সময়
ছুড়ে দেয় তোমার
শূন্যস্থানের উপহাস,
আমার কর্নিয়া জুড়ে
তোমার স্মৃতির জলোচ্ছ্বাস
কোথাও নিজেকে
দায়ী না ভাবার
সর্ষেদানা পরিমাণ
কারণ নেই।

লড়ছি

লড়তে লড়তে এতটা পথ
অতিক্রম হলো কি না
বলবে আগামী,
সময় জানে স্বজন জানে
শত্রু জানে
হইনি কখনো আপোসকামী।
জ্বলতে জ্বলতে
জ্বালাতে জ্বালাতে
রোদের গায়ে বৃষ্টি,
সূর্য দেখো, দেখো না
পথিকের চোখের তারায়
ছায়ার দৃষ্টি।
মনে রেখো মনে রেখো
ঐটুকু ছায়ার আরাম
বৃক্ষ হয়ে,
আমাদেরই সৃষ্টি।

যখন যেখানে যেমন

দেহের বাঁকে বাঁকে
জেঁকে বসা পাথর
সরাতে সরাতে
একটু সঙ্গের আশায়
উচাটন হয়ে হা-পিত্যেশ
করতে করতে
কবিতাধর্মী শব্দে নাকি
যখন জুড়ে দেই নিজেদের
তখন ঐ যে চিলতে বারান্দায়
ঝুলে থাকা অপরাজিতা
শেষ বিকেলের আলো
গল্পের রেশে রেশে
ঢুকে যায় ককলিয়ার পেরিয়ে
আরও গভীরে তখন মনে হয়
শত পরিচয়ের ভাঁজে লুকানো
এসব অহেতুক মুখোশ ছাড়া
কথা, সেই তো আমি বা আমরা
এই তো মানুষের জীবন
তাকেই করলাম গ্রহণ
যখন যেখানে যেমন;
বিষাদ তুমি দূরে যাও এবেলা...

তফাত

আমার ঠোঁটের কোণের হাসি দেখে
ভুলে যাই চোখের পাশে জমে থাকা
ক্লান্তির স্তূপ;
এই মৃত্যুর চাইতেও গভীর ক্লান্তি
একাকিত্ব আমার হাড় মাথা
সব ভোঁতা করে কোন গহিনে
টেনে নিয়ে যাচ্ছে চেতনাকে!
ঘুমের অভাবে লড়তে থাকা
সংবেদ একটুও টের পায় না।
সারি সারি অক্ষরে ঝুলে থাকা
তারিখ বা সময় অথবা শুধুই ক্ষয়
করুণ মুক্তির আর্তনাদ নিয়ে
কতবার চেষ্টা করেছে আমাকে
জানাতে তার প্রতিবেলার
ধুঁকে যাওয়ার কথা!
আমি শুনেও না শোনার ভানে
দেখেও না দেখার খেলায় মজে আছি
সেই অনাদিকাল।
জীবন ও মৃত্যুর ভেতর শুধু তফাত
একটা দাঁড়িয়াবান্ধার মাঠ
যেখানে খেলছে শিশু ধরে
আমারই শিরা জাগানো
ক্লান্ত হাত!

মধুময় বেঁচে থাকা

মাঠে মাঠে এখন প্রসব পরবর্তী
দাগ নিয়ে শুয়ে আছে কাটা ধান
শুদ্ধ বাতাসে পড়ন্ত ত্বক,
কত বছর পর আলিঙ্গনের
জটিল অনুভবে শিউরে উঠে
পাতাদের নিঃসঙ্গ হবার খেলা
দেখে ফিরে যায় একেবারে
স্মৃতিহীন এক মুহূর্তে!

এখানে যাপিত জীবন যেন
মায়ের সমান, কোথাও তাড়না নেই
নেই প্রতি পলের ত্রস্ততার দৌড়
সবুজে সবুজে চলা পাখিদের সাথে
নেই কোন যন্ত্রের ঘোর।

আমাদের গ্রামকে শহর করে ফেলার
মনোহর রাংতার লাগেনি পুরো ছটা
নিশ্চিন্ত নীরবতায় কাটিয়ে একটু সময়
বারবার প্রতিবার মনে হয়
বেঁচে থাকা আহা বড় মধুময়!